

সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৮৪০ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪১৪৬]

৫১/ মাগাযী (যুদ্ধাভিযান) (১ হাট্টা)

পরিচ্ছেদঃ ২১৯৮. ইফ্কের ঘটনা [ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন] إِفْك শব্দটি نَجَس ও نِجْس এর মত إِفْك وَاقْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ وَالْعَلَامُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْعُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمُ

باب حَدِيثُ الإِفْكِ وَالْأَفَكِ بِمَنْزِلَةِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ: إِفْكُهُمْ أَفْكُهُمْ وَأَفَكُهُمْ فَمَنْ قَالَ: اللَّهِ النِّجْسِ وَالنَّجَسِ وَالنَّجَسِ يُقَالُ: إِفْكُهُمْ أَفْكُهُمْ وَأَفْكُهُمْ عَنْ الْإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ كَمَا قَالَ {يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِك} يُصِرَفُ عَنْهُ مَنْ مَنْ أَفِك} يُصِرَفُ عَنْهُ مَنْ صَرُفَ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ إِنْ فَكُ اللَّهُ عَنْ الْإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ كَمَا قَالَ {يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِك} يُصِرَفَ عَنْهُ مَنْ الْإِيمَانِ وَكَذَّبَهُمْ كَمَا قَالَ إِيوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ إِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الْ

আরবী

حَدَّتَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ تَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا، يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ). فَقَالَتْ وَأَى عَذَابٍ عَلَيْكِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ). فَقَالَتْ وَأَى عَذَابٍ اللَّهُ عَلَى الله عليه أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى. قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ لَ أَوْ يُهَاجِي لَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

বাংলা

৩৮৪০। বিশর ইবনু খালিদ (রহঃ) ... মাসরাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তাঁর কাছে হাসসান ইবনু সাবিত (রাঃ) তাঁকে তাঁর নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন। তিনি আয়িশা (রাঃ) এর প্রশংসা করে বলেছেন, "তিনি সতী, ব্যাক্তিত্বসম্পন্না ও জ্ঞানবতী, তাঁর



প্রতি কোনো সন্দেহই আরোপ করা যায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন, তবুও অনুপস্থিত লোকের মাংস খান না বা গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) বললেন, কিন্তু আপনি তো এরুপ নন। মাসরুক (রহঃ) বলেছেন যে, আমি আয়িশা (রাঃ) কে বললাম যে, আপনি কেন তাকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে কঠিন শান্তি"। আয়িশা (রাঃ) বললেন, অন্ধত্ব থেকে কঠিন শান্তি আর কি হতে পারে? তিনি তাকে আরো বলেন যে, হাসসান ইবনু সাবিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের সাথে মুকাবিলা করতেন অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা রচনা করতেন।

English

Narrated Masrug:

We went to `Aisha while Hassan bin Thabit was with her reciting poetry to her from some of his poetic verses, saying "A chaste wise lady about whom nobody can have suspicion. She gets up with an empty stomach because she never eats the flesh of indiscreet (ladies)." `Aisha said to him, "But you are not like that." I said to her, "Why do you grant him admittance, though Allah said:-- "and as for him among them, who had the greater share therein, his will be a severe torment." (24.11) On that, `Aisha said, "And what punishment is more than blinding?" She, added, "Hassan used to defend or say poetry on behalf of Allah's Messenger (**) (against the infidels).

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ মাসরূক (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন